উলিপুরে উপজেলা শিক্ষা অফিসের অবহেলায় ৪শ ৪৫ জন শিক্ষকের শ্রান্তি বিনোদন, ভ্রমণবিল ও বকেয়া পাওনার প্রায় অর্ধকোটি টাকা ফে
উপজেলাজুড়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। শিক্ষা অফিস বলছে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সার্ভার বন্ধ হও
বাজেটের সঙ্গে এটি সমন্বয় করা হবে।

জানা গেছে, ২০২১-২২ অর্থবছরে উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিভিন্ন পাওনা বাবদ ৪৭ লাখ ৮৩ হাজার ৮৩ টাকা ফেরত গেছে। এর মধ্যে ১শ ৫৯ জন শিক্ষকের শ্রান্তি বিনোদন বাবদ ২৮ লাখ ৬৭ হাজার ৭শ ১০ টাকা। ১শ ২৮ জন প্রধান শিক্ষকের ভ্রমণবিল বাবদ ২ লাখ ১৫ হাজার ৪০ টাকা ও ১শ ৫৮ জন শিক্ষকের উচ্চতর গ্রেডের ১৭ লাখ ৩শ ৩৩ টাকা ফেরত গেছে। শিক্ষা অফিসের দাবি, উপজেলা হিসাব রক্ষ
উত্তোলন করা যাবে। কিন্তু হিসাব রক্ষণ অফিস থেকে জানানো হয় ২৮ জুনের মধ্যে সব বিল জমা দিতে হবে। ওই দিন ১২টার পূর্বেই সরকারি স
শিক্ষা অফিসের অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। ফেরত যাওয়া টাকা ২০২২-২৩ সালের অর্থ বছরের বাজেটের সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। উপজেলার
শিক্ষক রফিকুল ইসলাম, আবুল কালাম আজাদ জানান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নাদিরউজ্জামানের অবহেলার কারণে ঈদের আগে শ্রান্তি বিনোদন
হলাম। উপজেলা সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্যাহ হেল কাফী বলেন, আমার নিজের পাওনা ত্রিশ হাজার টা
কর্মকর্তা রিয়াজুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা অফিস ২৮ জুন যথাসময়ে বিল উপস্থাপন না করায় বিল প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

এ বিষয়ে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নাদিরউজ্জামান বলেন, এই টাকা রাজস্বের, সে কারণে টাকা ল্যাপস হবে না। হিসাব রক্ষণ অফিসের সার্ভার নি
সৃষ্টি হয়েছে।

Shares